ষষ্ঠ অধ্যায়

বিশ্লেষক বচন—অনিবার্য সত্যতা—সম্ভাব্যতা-অসম্ভাব্যতা

(Analytic Proposition—Necessary Truth—Possibility-Impossibility)

৬.১. বিশ্লেষক বচন এবং অনিবার্য সত্যতা (Analylic Proposition and Necessary Truth)

জার্মান দার্শনিক ইম্যানুয়েল কাণ্ট (Kant) বচন প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম-'বিশ্লেষক' ('analytic') শব্দটি ব্যবহার করেন। **তাঁর মতে, যে বচনের বিধেয়টি উদ্দেশ্যের অর্থকে বিশ্লেষণ করে মাত্র, অর্থাৎ উদ্দেশ্য পদের দ্বারা নির্দেশিত বিষয়ের লক্ষণসূচক ধর্মকে আংশিকভাবে অথবা সম্পূর্ণভাবে উল্লেখ করে মাত্র, তাকে 'বিশ্লেষক বচন' বলে।** বিশ্লেষক বচনের সহজ উদাহরণ হল—'সব কালো বিড়াল হয় কালো', 'সব কালো বিড়াল হয় বিড়াল, 'সব বিড়াল হয় বিড়াল।' যথাক্রমে বচন তিনটির আকার হল—'সব কখ হয় ক', 'সব কখ হয় খ', 'সব ক হয় ক'। স্পষ্টতই, এজাতীয় বচন জাগতিক বিষয় সম্পর্কে আমাদের কোন তথ্য জ্ঞাপন করে না, উদ্দেশ্যের নিহিত অর্থকে প্রকাশ করে মাত্র। তবে, **বিশ্লেষক বচন তথ্য-জ্ঞাপক বা জ্ঞান-সম্প্রসারক না হলেও অনিবার্যরূপে সত্য হয়। বিশ্লেষক বচন স্বতোসত্য এবং বিশ্লেষক বচনের বিরোধী বচন আত্মবিরোধী হওয়ায় স্বতোমিথ্যা।**

পক্ষান্তরে, **যে বচনের বিধেয় উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছু নতুন তথ্য জ্ঞাপন করে, অর্থাৎ যে বচনের উদ্দেশ্যের অর্থের মধ্যে বিধেয়টি নিহিত থাকে না, কাণ্ট তাকে 'সংশ্লেষক বচন' (Synthetic proposition) বলেছেন।** অন্যভাবে বলা যায়, যে বচন বিশ্লেষক নয় তা সংশ্লেষক বচন। এই ধরণের বচনে উদ্দেশ্য ও বিধেয়তে দুটি ভিন্নার্থক শব্দ যুক্ত করা হয়। 'বরফ হয় সাদা', 'জল হয় নিম্নগামী' ইত্যাদি বচন সংশ্লেষক। এই ধরণের বচনে উদ্দেশ্য ও বিধেয়তে দুটি ভিন্নার্থক শব্দ যুক্ত করা হয়। 'বরফ হয় সাদা', 'জল হয় নিম্নগামী' ইত্যাদি বচন সংশ্লেষক। এজাতীয় বচনের আকার হল 'ক হয় খ'। স্পষ্টতই, সংশ্লেষক বচন তথ্যজ্ঞাপক, সম্প্রসারণমূলক। তবে, **তথ্যজ্ঞাপক হলেও, সংশ্লেষক বচন অনিবার্য সত্য নয়।** 'বরফ হয় সাদা' বচনটিতে যে সত্য প্রকাশ পায় তার অনিবার্যতা নেই। বরফ সাদা না হয়ে সবুজ হবার পথে কোন বাধা নেই। 'বরফ সাদা নয়' —এমন চিন্তা আত্মবিরোধী নয়। কিন্তু 'কালো বিড়াল হয় কালো' এই বিশ্লেষক বচনটি অনিবার্য সত্য, কেননা বচনটির বিরোধী বচন 'কালো বিড়াল নয় কালো' আত্মবিরোধী। 'কালো বিড়াল নয় কালো'—এমন চিন্তাই করা যায় না।

'বিশ্লেষক বচনের বিধেয়টি উদ্দেশ্যের নিহিত অর্থকে প্রকাশ করে মাত্র'—কাণ্ট (Kant) প্রদত্ত বিশ্লেষক বচনের এই সংজ্ঞাটিকে অধ্যাপক হস্‌পার্স সঠিক বলেননি। এই সংজ্ঞা গ্রহণ করলে বিশ্লেষক বচনকে উদ্দেশ্য-বিধেয়াত্মক বচন বলতে হয় ; কিন্তু এমন অনেক বিশ্লেষণাত্মক বচন আছে যাদের উদ্দেশ্য-বিধেয় আকারে, 'ক হয় ক' এই আকারে, প্রকাশ করা যায় না।

হস্‌পার্স এজন্য কান্ট প্রদত্ত সংজ্ঞাটিকে অব্যাপ্তিদোষে **দুষ্ট বলেছেন।** কান্ট পদত্ত সংজ্ঞাটির **পরিমার্জন** করে হস্‌পার্স বিশ্লেষক বচনের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা যেমন উদ্দেশ্য-বিধেয়াত্মক **বচনের** ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে, তেমনি আবার উদ্দেশ্য-বিধেয়াত্মক নয়, এমন সব বচনের ক্ষেত্রেও প্রয়োজ্য হতে পারে। যেমন, 'এমন নয় যে যুগপৎ ক এবং না-ক', অথবা 'যদি ক তাহলে ক', এই আকারের বচনগুলি উদ্দেশ্য-বিধেয়াত্মক না হলেও বিশ্লেষক বচন এবং অনিবার্য সত্য।

অধ্যাপক হস্‌পার্স বিশ্লেষক বচনের দুটি সংজ্ঞা দিয়েছেন।

(১) **যে বচনের নিষেধ বচন স্ববিরোধী তাকে বিশ্লেষক বচন বলে।** 'কালো হয় কালো' এই বিশ্লেষক বচনটিকে নিষেধ করে কেউ যদি বলে, 'কালো নয় কালো' তাহলে তার উক্তিটি (নিষেধ বাক্যটি) স্ববিরোধী হবে, উক্তিটির আকার হবে 'ক নয় ক', যা চিন্তা করাই যায় না। **এজন্য বিশ্লেষক বচন মাত্রই অনিবার্যরূপে সত্য এবং এ প্রকার বচনের নিষেধ বচন অনিবার্যরূপে মিথ্যা।'** 'মানুষ হয় মানুষ' বচনটি স্বতোসত্য এবং 'মানুষ নয় মানুষ' বচনটি স্বতোমিথ্যা। তেমনি **আবার,** স্বতোমিথ্যা বচনের নিষেধ বচন হল স্বতোসত্য বিশ্লেষক বচন। 'মানুষ নয় মানুষ' এই স্বতোমিথ্যা বচনটির নিষেধ বচন 'মানুষ হয় মানুষ' বচনটি হল স্বতোসত্য বিশ্লেষক বচন।

পক্ষান্তরে, সংশ্লেষক বচনের, অর্থাৎ যে বচনের বিধেয়টি উদ্দেশ্যের নিহিতার্থকে প্রকাশ **না করে** অতিরিক্ত কিছু উল্লেখ করে এমন বচনের, **নিষেধ বচন স্ববিরোধী না হয়ে মিথ্যা হয়।** **যেমন,** 'বরফ হয় সাদা' এই সংশ্লেষক বচনটির নিষেধ বচন 'বরফ নয় সাদা' বাস্তবত মিথ্যা **কিন্তু স্ববিরোধী** নয়। 'বরফ সাদা নয়' কথাটি বাস্তবে মিথ্যা হলেও এমন চিন্তার মধ্যে কোন **বিরোধ** নেই।

বিশ্লেষক বচনের এই সংজ্ঞাটি (১নং) গ্রহণ করে বিশ্লেষক এবং সংশ্লেষক বচনের মধ্যে **পার্থক্যকে** এভাবে দেখানো যায়—

বিশ্লেষক বচন	**সংশ্লেষক বচন**
'বরফ হয় বরফ'	**'বরফ হয় সাদা'**
নিষেধ বচন—	নিষেধ বচন—
'বরফ নয় বরফ'	**'বরফ নয় সাদা'**
(আত্মবিরোধী স্বতোমিথ্যা বচন)	(বাস্তবত মিথ্যা সংশ্লেষক বচন)

অর্থাৎ কোন বচনের নিষেধ বচন আত্মবিরোধী হলে বচনটি হবে বিশ্লেষক, আর কোন বচনের নিষেধ বচন বাস্তবত মিথ্যা বচন হলে (আত্মবিরোধী নয়) বচনটি হবে সংশ্লেষক।

(২) **যে বচনের অন্তর্গত শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ করেই বচনটির সত্যতা নির্ধারণ করা যায় তাকে 'বিশ্লেষক বচন' বলে।** বিশ্লেষক বচনের সত্যতা নির্ধারণের জন্য কোন পরীক্ষা-**নিরীক্ষার,** যাচাইকরণের প্রয়োজন হয় না, বচনের অন্তর্গত শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ করেই বলা যায়

যে বচনটি সত্য অথবা মিথ্যা। 'পুরুষ জন্মদাতা' এই প্রচলিত অর্থে যদি 'পিতা' শব্দটিকে গ্রহণ করা হয় তাহলে 'সব পিতা হয় পুরুষ' বচনটির সত্যতা নির্ণয়ের জন্য দেশ-বিদেশের পিতাদের ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন হয় না, বচনের অন্তর্গত 'পিতা' শব্দটির অর্থ বিশ্লেষণ করেই বলা যায় যে বচনটি স্বতোসত্য বিশ্লেষক বচন। 'পিতা' শব্দটির অর্থ বিশ্লেষণ করলে বচনটি হবে, 'সব পুরুষ জন্মদাতা হয় পুরুষ' যার আকার হল, 'সব কখ হয় ক'। **এপ্রকার বচনে (বিশ্লেষক বচনে) কেবল ভাষা সম্বন্ধে, ভাষার প্রয়োগ রীতি সম্বন্ধেই কিছু বলা হয়, জগৎ সম্বন্ধে কোন তথ্য পরিবেশন করা হয় না।** এজাতীয় বচন তাই অবশ্যম্ভব সত্য হলেও তথ্যজ্ঞাপক বা জ্ঞান-সম্প্রসারক নয়।

১নং সংজ্ঞাটিতে বিশ্লেষক বচনের বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে, ২নং সংজ্ঞাটিতে বিশ্লেষক বচনের সত্যতা নির্ধারণের উপায়ের উল্লেখ করা হয়েছে।

স্পষ্টতই, কোন বচন যে বিশ্লেষক তা জানা গেলে এটাও জানা যায় যে বচনটি অবশ্যম্ভব সত্য এবং সত্যতা নির্ধারণের জন্য শব্দের অর্থ-বিশ্লেষণ অতিরিক্ত আর কিছুর প্রয়োজন হয় না।

উল্লেখযোগ্য যে, কাণ্ট প্রদত্ত সংকীর্ণ সংজ্ঞাটি কেবল উদ্দেশ্য-বিধেয়াত্মক বচনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য আর হস্‌পার্স প্রদত্ত সংজ্ঞা দুটি সব রকম বিশ্লেষক বচনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

'সব কালো বিড়াল হয় কালো' (উদ্দেশ্য-বিধেয়াত্মক নিরপেক্ষ বচন)

'যদি তুমি মানুষ হও, তাহলে তুমি মানুষ' (যৌগিক প্রাকল্পিক বচন)

'হয় তুমি ঘরে আছ নয় তুমি ঘরে নেই' (যৌগিক বৈকল্পিক বচন)

এসব বচন যে বিশ্লেষক তা হস্‌পার্স প্রদত্ত সংজ্ঞা দুটি প্রয়োগ করে সহজেই নির্ধারণ করা যায়। প্রথম সংজ্ঞা অনুসারে এসব বচনের নিষেধ বচন আত্মবিরোধী ; কাজেই প্রদত্ত বচনগুলি বিশ্লেষক। দ্বিতীয় সংজ্ঞা অনুসারে, এসব বচনের সত্যতা নির্ধারণের জন্য ভাষা-বিশ্লেষণই যথেষ্ট, তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন হয় না।